

ডাক্তার মুহম্মদ এনামুল হক

আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব চিরবিদায় নিলেন। প্রবীণ ও প্রখ্যাত ভাষা-বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও জ্ঞান-সাধক ডাক্তার মুহম্মদ এনামুল হকের ইন্তেকালে দেশ একজন কৃতী সম্ভ্রান্তকেই হারালো। আজীবন শিক্ষা-বিস্তার, ভাষা-চর্চা, জ্ঞান-সাধনা ও সাহিত্যকর্মে নিবেদিত ডাক্তার হক পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হলেও, তাঁর মৃত্যুতে আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়।

ছাত্র-জীবনেই বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ডাক্তার মুহম্মদ এনামুল হক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এবং ভাষা-চর্চা ও সাহিত্যকর্মে নিবেদিত হন এমন এক সময়ে যখন বাঙালী মুসলিম সমাজে শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা ব্যাপক ছিল না, সুযোগ-সুবিধাও ছিল খুবই সীমিত। সেই বৃটিশ যুগে, নানা প্রতিবন্ধক পরিবেশের মধ্যেও ডাক্তার হক মেধা ও প্রতিভাগূণে এবং নিরলস সাধনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন, কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

একজন শিক্ষাবিদ ও ভাষা-বিজ্ঞানী হিসাবে, আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন জার্মানি ও মনচেষ্টার ডাক্তার মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পর আমাদের সমাজে যে নামটি শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়, তিনি ডাক্তার মুহম্মদ এনামুল হক। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য হিসেবে এবং শিক্ষাবিদরূপে বিশিষ্ট অবদান রাখলেও ডাক্তার মুহম্মদ এনামুল হকের ব্যাপক পরিচিতি ভাষাবিদ-পন্ডিত রূপেই এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও অবিম্বরণীয়।

ডাক্তার মুহম্মদ এনামুল হক ছিলেন জ্ঞান-সাধক ও ভাষা-প্রেমিক এবং আজীবন মাতৃভাষার সেবার নিবেদিত। একাধিক ভাষার জ্ঞান ও পন্ডিততার অধিকারী ডাক্তার হক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে ব্যাপক, গভীর ও তথ্যপূর্ণ গবেষণা করেছেন। তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' বঙ্গে সুফী প্রভাব' 'আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য' এবং অন্যান্য গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক অজানা দিকই উদ্ঘাটিত, আলোকিত হয়েছে।

আজীবন ভাষা-চর্চা ও গবেষণায় নিবেদিত হলেও ডাক্তার মুহম্মদ এনামুল হক গজদস্ত মিনারের বাশিন্দা কিংবা শীতল পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন না। ছাত্র জীবনেই তিনি বৃটিশ-বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনেও এ-দেশের সাম্প্রতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরূপে তিনি পালন করেছেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। প্রবীণ বয়সেও তিনি ছিলেন সক্রিয়, সজীব ও সচেতন মনের অধিকারী, এবং সদা হাস্যমুখ। তাঁর ইন্তেকালে আমরা শোকাহত। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাই, কামনা করি তাঁর রুহের মাগফেরাত।